

উদ্বোধন

১৯২

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
রাঙ্গামাটি ।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

বনবিহার সংলগ্ন সীমানা দেয়াল, ভিক্ষু সংঘের বাসভবন,
ভিক্ষুসংঘের ভোজনালয় এবং বাতিঘর উদ্বোধন
উপলক্ষে স্মরণিকা

উদ্বোধন

সম্পাদনা পরিষদ :

আহ্বায়ক	:	শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
সদস্য	:	সজ্জিত কুমার চাকমা
সদস্য	:	ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা
সদস্য	:	মুরতি সেন চাকমা
সদস্য	:	প্রতাপ চন্দ্র চাকমা

প্রকাশনায় :
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
রাজ্যমাটি ।

উদ্বোধন

প্রকাশনায় :

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন, রাজবন বিহার,

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।

প্রকাশকাল :

২৮শে জুন, ১৯৯৭ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ :

বিন্যাস

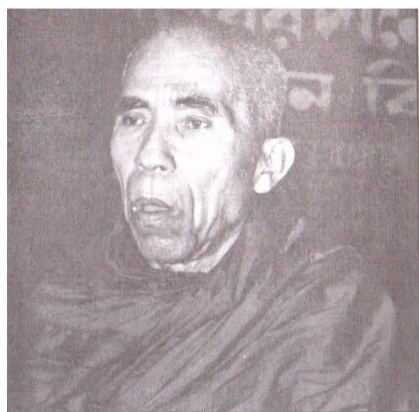
৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি ।

মুদ্রণ :

নিও কনসেন্ট লিঃ

চট্টগ্রাম ।

সুভেচ্ছা মূল্য :



হিতোদ্দেশ্য

অজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে প্রমানাতিরিক্ত পণ্ডিত মনে করে সে শুধু নিজের নয়, সমাজের এবং সমাজের মধ্যে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মহা অনিষ্ট করে থাকে। জগতের সব ভালই সে নিজের প্রাপ্য মনে করে। ঘরে বাইরে তথা সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সবই নিজের হাতের মুঠোয় আনবার জন্য তার ব্যগ্রতার সীমা থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অহংকার যত দ্রুত বাড়তে থাকে সে ততই দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকে। সে নিজেকে যতখানি পণ্ডিত বলে মনে করে আসলে সে ততখানি পণ্ডিত নয়। পণ্ডিত হওয়া সোজা নয়, কিন্তু নিজেকে পণ্ডিত বলে ধারণা করা সবচেয়ে সোজা। বার বার আত্মপরীক্ষার দ্বারা নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করে এবং অবিদ্যমান গুণ (সহনশীলতা, জীবদেয়া, কুশল কর্মে নিভীক, ক্ষমা, মৈত্রী, সর্বদা অক্ষুণ্ণভাবে) বর্ধন করেই জগতে পণ্ডিত হতে হয়। কেবল নামের লোভের আশায় কোন মূর্খ (অজ্ঞ) ব্যক্তি যদি জনহিতকর কোন কাজ করার ভার লয়, সে কাজ বিনাশ করে সে কেবল নিন্দিত হয় না পাপও সঞ্চয় করে থাকে। কদলীবৃক্ষ যেমন ফলশালী হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, বীশ যেমন পুষ্পিত হয়ে নষ্ট হয়, অশ্বতরী যেমন সন্তানবতী হয়ে মৃত্যুশস্ত হয়। তেমনি মূর্খ (অযোগ্য) ব্যক্তি লাভ, যশঃ সম্মান লাভে বিনষ্ট হয়ে যায়। যশঃ, সম্মান, লাভ প্রতিপত্তি তার কাছে কখনও সুফল বয়ে আনে না।

জ্ঞানের অভাব আছে এ'বোধ থাকলে তবেই জ্ঞান লাভ করবার আশ্রয় জন্মাবে। যেহেতু অভাব বোধ থেকেই পাওয়ার চেষ্টা জন্মায়। তাই জ্ঞান অর্জন করবার প্রথম সোপান হল নিজের অজ্ঞতা স্বপক্ষে সচেতনতা বা আত্মোপলব্ধি। এ'কঠিন কাজে যিনি সফল হবেন তিনিই যথাসময়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম।

অতএব, আত্মোপলব্ধি তথা অন্তর্দৃষ্টিভাব উৎপন্ন করতঃ সকলে পণ্ডিত হওয়ার মহান ব্রতে ব্রতী হও। এতে প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলবে।

সাধনা নন্দ মহাস্থবির

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভণ্ডে)



শ্রদ্ধেচ্ছা বানী

রাজ্যমাটি রাজবন বিহার একটি আন্তর্জাতিক মহান তীর্থরূপে সুপরিচিত। ইহা এতদঅঞ্চলের আপামর বৌদ্ধ জনগণের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র ও আশ্রয়স্বরূপ বলা যায়। সামান্য পর্ণকুটির থেকে বহু মনোরম আধুনিক ভবনসমৃদ্ধ হয়ে এত স্বল্প সময়ে মাত্র দু'দশকের মধ্যে এরূপ তীর্থ গড়ে ওঠা সহজ ব্যাপার নহে, এমনকি আশ্চর্যজনক বললেও অত্যাুক্তি হবে না। পরম সাধক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুঁবির (বনভণ্ডে) মহোদয়কে উপলক্ষ করে এতদঅঞ্চলের সঙ্কর্মপ্রাণ ও শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণ কঠোর ত্যাগস্বীকার করে অর্থ দান করেছেন বলে তা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারই ফলশ্রুতিতে দায়ক-দায়িকাগণের দানীয় অর্থে উপাসনা বিহার সংলগ্ন সীমানা দেয়াল ও ভিক্ষু সংঘের ভোজনাগার ও বাতিঘর নির্মিত হয়ে রাজবন বিহারের অঙ্গসৌষ্ঠব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই মহানতীর্থের বিভিন্ন প্রকল্পে স্থানীয় সরকার পরিষদ হতে যথাসাধ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে সম্পন্ন প্রকল্প সমূহ উদ্বোধন উপলক্ষে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি “উদ্বোধন” নামে একটি মনোজ্ঞ সংকলন প্রকাশ করতে যাচ্ছেন জেনে আমি অতীব আনন্দিত হয়েছি। তাঁদের এই মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং তাঁদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সংকলনটির প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

রবীন্দ্র লাল চাকমা

চেয়ারম্যান

স্থানীয় সরকার পরিষদ

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা।

তারিখ : রাজ্যমাটি।

২২-০৬-৯৭ ইং।



শ্রদ্ধেচ্ছা বানী

পার্বত্য চট্টলার স্বপ্নিল শহর রাঙ্গামাটির উত্তর-পশ্চিমাংশে ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান “রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার” অবস্থিত। এই বিহারে দুই দশক কাল ব্যাপী সর্ধর্ম ধ্বংসকারী, ত্যাগী শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তাপস শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয় অর্ধ শতাব্দিক শিষ্যসহ অবস্থানরত আছেন। আবাসিক ভিক্ষুসংঘের জন্য রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ—এর অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি একটি ভোজনালায় ও প্রদীপ পূজার লক্ষ্যে উপাসনা বিহারের দুইপাশে দুইটি বাতিঘর নির্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ জনগণের শ্রদ্ধাদানের অর্থে আরও নির্মাণ করা হইয়াছে বিহারের চতুর্পার্শ্বে সীমানা দেওয়াল।

সর্ব সাধারণের অন্তঃকরনে চেতনা সঞ্চার করতঃ এই উভয়বিধ মহতী কার্যের শুভ উদ্বোধন করা হইবে আগামী ২৮শে জুন ১৯৯৭ ইং তারিখে। এতদোপলক্ষে বিহার কর্তৃপক্ষ একটি সংকলন প্রকাশ করিতেছেন বিধায় আমি অত্যধিক আনন্দিত এবং এতদসংগে পরিচালনা কমিটির এই কল্যানকর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার উত্তরোত্তর উন্নত হউক এবং তথাগত বুদ্ধের “অহিংসা ও মৈত্রী” বাণীর প্রভাবে এই পৃথিবী শান্তিময় ও সুখময় হউক।

শাহু আলম

জেলা প্রশাসক

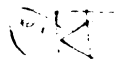
তারিখ : রাঙ্গামাটি।

২২-০৬-৯৭ ইং।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মহাদেবের বক্তব্য

মহান আৰ্য্য পুরুষ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের পরশে আজ রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার ধন্য এবং ফলে এই বিহার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ পুণ্যময় স্থান। ভগবান বুদ্ধ নির্দেশিত অমোঘ মুক্তির বাণী শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এই পুণ্যস্থান বনবিহার হইতে বক্তৃকণ্ঠে প্রচার করিয়া আপামর জনগণের চিত্ত সদ্ধর্মের দিকে ধাবিত করার মহান প্রয়াসে রত হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা দেব-মনুষ্যের হিতের জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ নিয়া রাজবন বিহারের প্রয়োজন মাফিক অকাতরে দান দিয়া নানা পাকা ইমারত তৈয়ারীর শরীক হইয়াছেন। স্থানীয় সরকার পরিষদ রাঙ্গামাটি এর চেয়ারম্যান, সদ্ধর্মানুরাগী একনিষ্ট দায়ক বাবু রবীন্দ্র লাল চাকমা ও রাজবন বিহারে ভিক্ষু ও শ্রামণদের জন্য একটি স্থায়ী ভোজনশালা ও জনগণের জন্য একটি স্থায়ী প্রদীপঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের আশীর্বাদ নিয়া এই দুইটি স্থায়ী পাকা ঘর নির্মাণ করিয়া দিয়া অশেষ পুণ্যের ভাগী হইয়াছেন। এই মহাপুণ্য কাজের জন্য সদাশয় বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু রবীন্দ্র লাল চাকমা মহোদয়কে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি তথা বৌদ্ধ জনগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।



বিনোদ বিহারী চাকমা

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন, রাঙ্গামাটি।

তারিখ : ২০-০৬-৯৭ ইং।

সাধারণ সম্মাদকের প্রতিবেদন

আপনারা জেনে অবশ্যই আনন্দিত হবেন যে বর্তমান রাজবন বিহার একটি পবিত্রতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যার পরিচিতি আজ দেশে বিদেশে। এ বন বিহারে শতাধিক শিষ্যসহ অবস্থান করছেন মহান আর্য্য পুরুষ সাধক প্রবর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশ্ববির (বনভন্তে) মহোদয়। ১৯৭৪ সালে যে ভূখন্ডের উপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য সর্বপ্রথম একটি পর্ণকুটির নির্মিত হয় যা রাজবন বিহার নামে পরিচিতি লাভ করে। সে ভূখন্ডটি দান করেছেন সদ্ধর্ম প্রাণ ও সদ্ধর্ম হিতৈষী চাকমা রাজ পরিবার। বিগত দুদশকের মধ্যে গড়ে উঠে বহু সুরম্য অট্টালিকা এবং পরিণত হয় একটি পবিত্রতম তীর্থস্থানে যেখানে দেশ বিদেশ থেকে প্রতিদিন শত শত দর্শনাধীর সমাগত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রতিদিন ধর্মদেশনায় রত থাকেন ও লোকোত্তর ধর্মের নিদ্দেশনা দেন। বর্তমান পরিচালনা কমিটি এ মহান প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর অনুভব করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি মালার প্রয়োজন। তাই ৭ই জুলাই ১৯৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা দাখিল করে। উক্ত বিধি মালায় অন্তর্ভুক্ত বিধি অনুসারে রাষ্ট্রাধীনে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে আসছে।

বিগত দুদশক সময়ের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমোদন ক্রমে পরিচালনা কমিটি বহু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা সর্বস্তরের জনগণের আর্থিক শ্রদ্ধাদান এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দের ঐকান্তিক সাহায্য সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই পরিচালনা কমিটি তথা বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ করে বর্তমান পরিচালনা কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথেই শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘের খাওয়া দাওয়া, বাসস্থান ও চর্চুপ্রত্যয় দানের সুবিধার্থে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন বিহার নির্মাণ, সীমানা দেওয়াল নির্মাণ, ভিক্ষু সংঘের বাসস্থান, ভোজনশালা, সেতু নির্মাণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ নির্মাণ, পিণ্ড গ্রহণের ঘর, বনায়ন প্রকল্প, পাকা পায়খানা নির্মাণ, ভাবনাকেন্দ্র, আভ্যন্তরীন রাস্তা পাকাকরন

এবং রাঙ্গামাটি শহরের সন্নিহিত এলাকায় পিণ্ডচারণ সুবিধার্থে কাঠের লঞ্চ তৈরী ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধাবান দাতাগণের অর্থ দানের ফলে এবং সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-এর আর্থিক সাহায্যে বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অর্থানুকূলে বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সৎঘের ভোজনশালা এবং পূজারীদের জন্য উপাসনা বিহারের দুপার্শ্বে দুটি বাতি প্রজ্জ্বলন ঘর এবং শ্রদ্ধাবান দাতাগণের আর্থিক ও নির্মাণ সামগ্রী দানের ফলে নির্মিত হয়েছে কাঠের তৈরী লঞ্চ। পরম শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে মহোদয় কর্তৃক এসমস্ত বাস্তবায়িত প্রকল্প শুভ উদ্বোধনের দিন ধার্য্য হয় ২৮শে জুন ১৯৯৭ ইং। পুন্যানুষ্ঠানে সকল পুণ্যাখীর যোগদানের জন্য যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি বিলি করা সত্ত্বেও যদি কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয় তজ্জন্য কমিটি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে উপরোক্ত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। রাজবন বিহার পুণ্য ও কুশল সম্পাদন করার একটি বিশেষ ক্ষেত্র এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে শুধু পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব নয় বরং আপামর বৌদ্ধ জনগণের। এ পবিত্রতম পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য অর্জনের সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে সকলকে কায়িক-বাচনিক এবং আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করার একান্ত কামনা করছি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক,

দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

সাধু সাধু সাধু।

ইন্দ্রনাথ চাকমা

সাধারণ সম্পাদক

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন, রাঙ্গামাটি।

উদ্বোধন

রাজবনবিহার সংলগ্ন সীমানা দেয়াল, ভিক্ষু সংঘের দোতালা বাসভবন, এবং রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের আর্থিক অনুদানে ভিক্ষুসংঘের ভোজনালায় ও বাতিঘর নির্মিত হওয়ায় রাজবন বিহারের অঙ্গসৌষ্ঠব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পাদি আনুষ্ঠানিকভাবে সংযোজন কল্পে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভণ্ডে) শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু রবীন্দ্র লাল চাকমা ফলক উন্মোচন করলেন। এই উপলক্ষে আমাদের বর্তমান সংকলন “উদ্বোধন”।

উদ্বোধন এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে কোন অনুষ্ঠান বা কোন ভবন, সেতু, সড়ক বা কোন প্রকার প্রকল্পের শুভসূচনা করা কিংবা সহজ কথায়, “ইহা আরম্ভ করা হচ্ছে” এই মর্মে প্রজ্ঞাপন করা বা জানিয়ে দেয়া। তবে এর মূল অর্থ হচ্ছে উৎ+বুধ+নিচ্+অন-উদবোধন, জ্ঞান বা বোধের উদ্বেক বা চেতনা সঞ্চার করা। (সংসদ অভিধান)। আমরা আমাদের বর্তমান সংকলনটির নামকরণ এই অর্থেই করেছি। আমরা চাই আমাদের মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার হোক।

বর্তমান রাজবনবিহার পরিচালনা কমিটির উদ্দেশ্য, এই রাজবন বিহার পূণ্যতীর্থ একটি সার্বজনীন সাধানাগরে পরিণত হোক। চাকমা রাজপরিবার যে বিশাল ভূখন্ড অকাতরে দান করেছেন সেই মনোরম ভূখন্ডের উপর পরমসাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরকে উপলক্ষ করে প্রতিষ্ঠিত এই রাজবনবিহার। চাকমা রাজপরিবারের ভূমিদানের মহতী পুন্যকথা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং শ্রীমৎ সাধনানন্দের বিমুক্তি সাধনা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে এই রাজবন পূণ্যভূমি সাধনা নগরে পরিণত হোক। ধনপাতার গভীর অরণ্যে এককালে কঠোর তপশ্চর্যাকারী, বৃহত্তর অভিযাত্রী শ্রীমৎ রথীন্দ্র শ্রমণ সাধনার পরিণতিতে বর্তমানে রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবন বিহারে অবস্থিত শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির। ধনপাতার সাধনাবন হতে ক্রমোন্নতিক পর্যায়ে সাধনা নগরে রূপান্তরিত হয়েছে এই রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার।

রাজবন বিহার ইতিমধ্যেই একটি আন্তর্জাতিক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে ইহা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। ভিক্ষুসংঘের শীল সমাধি প্রজ্ঞাময় সাধনাকঠোর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোকে আধ্যাত্মিক আনন্দঘন মুহূর্তে পরিপূর্ণ করার অভিপ্রায়ে সহজ স্বাভাবিক জীবনাচরণের পবিত্র উপাদান সম্বলিত বিবেক সুখ প্রদায়ক মনোরম বাসভবন, ভোজনালায়, চক্রমণ ঘর ও দৃষ্টি নন্দন বিহার ভবন সমূহ ইতিমধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন করা

হয়েছে। চলাচল পথপার্শ্বে সারিবদ্ধ সবুজ শ্যামল বৃক্ষ ও গুলারাজি সমৃদ্ধ মনোরম পরিবেশের দ্যোতনা, রাজবন বিহার এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের মন শোভন চৈতসিকে মনোময় করে তোলে। আর সুনীল গগনছোঁয়া মনোরম বিহার ভবনসমূহের দৃশ্যাবলী পূণ্যময় ভাবরসে নিষিক্ত করে দর্শনাথীকে অনির্বচনীয় উন্নত অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়। মোটামুটি এই হচ্ছে পূণ্যতীর্থ রাজবন বিহারের পরিচিতি।

শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে এবং তাঁর অনুসারী শিষ্য ভিক্ষুদের নিয়ে এই রাজবন বিহার সাধনানগর। বাংলাদেশের অপর কোন বিহার বা সাধনা কেন্দ্রে আপাততঃ এই বিহারের সাথে তুলনা করা যায় না। এই কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। সাধারণতঃ দেখা যায়, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক দায়িকাগন মিলিত হয়ে কোন স্থানে বিহার স্থাপন করেন এবং সেই বিহার ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই রাজবন বিহার গড়ে উঠেছে একমাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরকে উপলক্ষ করে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে। ১৯৭৪ সাল (খৃষ্টাব্দ) হতে ১৯৯৭ সাল এই দু'দশক ধরে যে তীব্র গতিতে সামান্য পর্ণকুটির থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে সুবিশাল ভবন সমৃদ্ধ হয়ে রাজবনবিহার গড়ে ওঠেছে এতে এই কথা অনায়াসেই বলা যায় যে এর মূলে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডের ঋদ্ধ প্রভাব থাকতে পারে। লক্ষ্য করা গেছে এখানে শুধু দান বা ত্যাগ এবং শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনাই মূখ্য। এখানে এলে সবাই ঐ একই ভাবনায় ভাবিত হয়। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুদের আচরণ, সমাগত দায়ক দায়িকাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মাদির সমন্বয়ে যে পরিবেশ দৈনন্দিন রুটীনের মত উদ্ভূত বা দৃষ্ট হয়, তাতে শুধু একটি বিষয়ই লক্ষ্য করা যায় এখানে যেন সংসার বিরাগের মহতী আয়োজন চলছে, সবাই যেন সামনে বিমুক্তি বা নির্বানের দিকে অভিযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তজ্জন্য ডামাডোল বাজনার প্রয়োজন নেই, উচ্চ স্বরে বলার কোন তাগিদ নেই, নীরবে বৈষয়িক সব কিছু পিছনে রেখে বা বিসর্জন দিয়ে শুধু বৃহত্তের পানে মৌন যাত্রার মিছিল।

তবে রাজবন বিহার পরিপূর্ণ সাধনা নগরে পরিণত হতে এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আভ্যন্তরীণ সড়কসমূহ এখনো নির্দিষ্টভাবে এলাইনমেন্ট করা হয়নি। ভিক্ষুসংঘের পিণ্ড রান্নার ঘর ও দায়ক দায়িকাদের উপসোধকালীন অবস্থানের ঘরগুলির মধ্যে যাতায়াতের পাকাসড়ক তৈরী হয়নি। কার্যতঃ যে সড়কগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধান সড়কের দু'পাশে মনোরম ফুলের বাগান সাজানো হয়নি- যা অপরিহার্য। এগুলো আশু সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। বিহার পরিচর্যাকারী দায়ক বা দায়িকা চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী কাজে ব্যস্ত থাকবে তবে Shifting অর্থাৎ পালাক্রমে। আগত

দায়ক—দায়িকাগণ কোন অনুষ্ঠান করতে চাইলে তৎকালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে পাবেন। ভিক্ষু শ্রামনের ও সবার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে।

বনবিহার এলাকার ভৌগলিক অবস্থান বড়ই মনোরম। এখানে সাজানোভাবে বহু স্তূপ, মন্দির, ভবন প্রতিষ্ঠা করার বহু উপযুক্ত স্থান রয়েছে। গৌতম বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণের নামে মন্দির বা ভবন নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের মূর্তি স্থাপন করলে শোভনীয় হবে। যেমন- সারিপুত্র ভবন, মৌদগল্যয়ন ভবন, আনন্দভবন, উপালিভবন, অনিরুদ্ধ ভবন এবং লাভী শ্রেষ্ঠ অরহত সীবলী ভবন মনোরম অবস্থানে সাজানো ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। থাইল্যান্ডের শ্রদ্ধাবান দায়কদায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি স্থাপন কল্পে ইতিমধ্যে উপাসনা বিহার সংলগ্ন একটি মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমান অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে যে প্রশস্ত ময়দান তা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেননা, বহুজনের সমাবেশে যে অনুষ্ঠান হয় এই প্রশস্ত ময়দান তজ্জন্য উপযুক্ত। বর্তমান বাঁশের পুল পার হয়ে বনবিহার মুখী যে রাস্তা- সে রাস্তার ডানপাশে অবস্থিত টিলায় বিশাল মিলনায়তন বা সম্মেলন ভবন এবং পার্শ্বে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দশসহস্র ভিক্ষুধারনে সঙ্কম একটি বিশাল প্যাগোডা নির্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তথাগত বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত বিহার সমূহ ও আর্য্য শ্রাবকগণের স্বমূর্তিভবন সজ্জিত এই রাজবন অনাগতে মর্ত্যের স্বর্গ স্বরূপ মহীয়ান সাধনানগরে পরিণত হবে বলে মনে করা কি ভুল হবে? রাজবন সাধনানগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনোরম ভবন সমূহের দৃশ্যাবলী ও তত্রস্থ্য পরিবেশ দর্শনাধী বা আগন্তুকগণকে পুতপবিত্র সৌন্দর্য্যরসে নিষিক্ত করবে এবং তাঁদেরকে এক উর্ধ্বতন অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ করে দেবে তা কি অসম্ভব মনে হয়? এখানকার অধিবাসী এবং এই এলাকা সরকারী প্রশাসনিক আইনের আওতামুক্ত বলে ঘোষিত হলে কেমন হয়? কী পবিত্র, কী মহান, কী উন্নত বা অতিমানবিক বিবেক সম্পন্ন মানুষ হলে এমন মহৎ নগরে প্রবেশাধিকার পাবে? রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজার হাজার, এমনকি লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ ঘটে থাকে। কোন সময়ই কোন অনাচার বা অশালীনতা জনিত কোন দুর্ঘটনা হয়নি। যোগদানকারী হাজার হাজার নরনারী, যুবকযুবতী একাধিচিহ্নে কেবল পূন্যাকাঙ্ক্ষী হয়ে দানশীল ভাবনাদি পূন্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে, কারো প্রতি কেহ রাগ, ঘেঁষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য জনিত অশালীন আচরণ করতে দেখা যায়নি।

প্রত্যেকের আচরণ কত সংযত, কত শালীন- সূতরাং, কত মনোরম! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নরনারী, যুবক যুবতীর মধ্যে কী শৃঙ্খলা, কী সৌন্দর্য! যেন প্রত্যেকেই আপন বিবেকের আইনে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের জন্য কোন সাধারণ প্রশাসনের কোন নির্দেশনা, কোন শাসনের প্রয়োজন হয়না বলা চলে।

অনেকেই জানেন, ভারতের পন্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দের আশ্রম এলাকাকে সম্পূর্ণ সার্বভৌম এলাকার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং এখানকার অধিবাসী বা আগন্তুকগণ সম্পূর্ণ স্বকীয় বিবেকের আইনে চলেন। এই এলাকা সরকারী সাধারণ প্রশাসনিক আইনের আওতামুক্ত অর্থাৎ এখানে সাধারণ প্রশাসনিক আইনের প্রয়োজন হয়না বা আইন প্রযোজ্য নহে। অর্থাৎ এই এলাকার অধিবাসী বা আগন্তুক গণ এমন এক স্তরের মানুষ যাদের মন বা বিবেক অনেক উন্নত। সহজ কথায়- তাদের কি অতিমানব বলা যায় না? উল্লেখ্য যে, পন্ডিচেরীতে দীর্ঘকাল তপস্যা করে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ঋষি অরবিন্দ নামে সুপরিচিত হন। জানা যায় মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ তিনদিন অবধি একদম অবিকৃত ছিল।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে বর্তমান রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির উদ্দেশ্য এই রাজবন বিহার পূন্যতীর্থ একটি সার্বজনীন সাধনানগরে পরিণত হয়ে বিশেষ এক মর্যাদায় উন্নীত হোক। আমরা সেই নূতন চেতনার উদ্বোধন করতে আগ্রহী। আমাদের এবারের সংকলনটির “উদ্বোধন” সেই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবারের লেখাগুলোও স্বাধীন, মুক্ত মনের লেখা বলে আমরা মনে করেছি। “সংপুরুষের সান্নিধ্যে” প্রবন্ধে শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিষ্ণু প্রকৃত সংপুরুষের পরিচিতি ব্যক্ত করেছেন। “প্রার্থনার কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়” লেখায় প্রার্থনার ফল পেতে হলে কি কি পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন সে সব বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমৎ সৌরজগৎ ভিষ্ণু। “কেন রবে মিছে মায়ায়” কবিতায় শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিষ্ণু লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্যোপূর্ণ মায়ায় আচ্ছন্ন এজগত থেকে মুক্তির জন্য চেতনার সঞ্চার করেছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের “হিতোপদেশ” মূলতঃ বর্তমান সংকলনটিরই শুভ উদ্বোধন। অন্যান্য অভিনন্দন বাণীগুলি সংকলনটির সৌন্দর্য্য ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে- তজ্জন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সংকলনটির সম্পাদনা কাজে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন উল্লেখ করা বাহ্যল্যমাত্র। তাঁরা সুচিন্তিত কার্য্যক্রমের দ্বারা স্বল্প সময়ে

সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ এই সংকলনটি প্রকাশ সম্পন্ন করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজ, “বিন্যাস” এর স্বত্বাধিকারী শ্রী অঞ্জনের কর্মকুশলতা এ ব্যাপারে প্রশংসার দাবী রাখে। বনবিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাজমাতা আরতি রায় বর্তমানে দূরে অবস্থান করলেও তাঁর সুপরামর্শ আমাদের জন্য বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজ গুছিয়ে করার জন্য প্রেরণা লাভ করি। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা এবং সাধারণ সম্পাদক বাবু ইন্দ্রনাথ চাকমা ও সহ সাধারণ সম্পাদক বাবু বিমলেন্দু বিকাশ খীসা সংকলনটি প্রকাশে উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন। আমি তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রাজবন বিহারে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক সম্মেলনীতে সমাগত নরনারী, যুবক যুবতীদের সংযত ও শালীন আচরণ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পাই যে, সমাজ জীবনেও আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধে, মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহৎ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। কার কি ক্রটি হল বা কে কি অন্যায় করল তা বড় করে দেখা উচিত নহে, কে কি কল্যাণ বা উত্তম কাজ করল তাই দেখা উচিত উৎসাহ ভাবে এবং তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত। কার কি দুঃখ, কার কি বিপদ হল তা নিরসন করার জন্য প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া উচিত। সমাজে অশান্তি, দুঃখ, বিপদ নিরাময় করার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। রাজবন বিহার তীর্থে পুন্যানুষ্ঠান করে প্রত্যেকেই যে উৎসাহ, আনন্দ, তৃপ্তি লাভ করেন সেই উৎসাহ, আনন্দ, তৃপ্তি সমাজ জীবনে ফলুধারার ন্যায় প্রবাহিত হতে দেয়া হোক- সামাজিক পরিসরে অহংবোধ, পণ্ডিতমন্যতা, ঘেঁষ, মোহ, লোভ, কলুষতা অপসৃত হয়ে যাক। তাহলেই আমরা রাজবন সাধনানগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দায়ক দায়িকা রূপে পরিণত হব নতুবা কদাচিৎ নহে। আমরা সুন্দর মহৎ সমাজ জীবনের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি মহৎ বিবেকের অধিকারী হয়ে অতিমানবতার উদ্বোধন কামনা করছি।

বিনীত

শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

আহ্বায়ক

প্রকাশনা ও প্রচার অধিদপ্তর

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

প্রার্থনায় কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

সংগ্রহে- শ্রীমৎ সৌরজগত ভিক্ষু

রাজবন বিহার

দান, শীল, ভাবনা পূন্যকর্ম সম্পাদন করিয়া সত্ত্বগুণ আপন আপন ইম্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইবার জন্য আকুল প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনা সফল করিতে হইলে পঞ্চ মানব ধর্মে মনে প্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। তাহা না হইলে প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয় না। পঞ্চ মানব ধর্ম হইল- শ্রদ্ধা বা সত্য ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নয়, শীল বা পঞ্চশীলে অচল প্রতিষ্ঠা, শ্রুত বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারার যথাযথ নীতিজ্ঞান, ত্যাগ বা দানের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও দান চেতনা এবং হিতাহিতে প্রজ্ঞা বা প্রকৃত জ্ঞান। এই পঞ্চবিধ মানব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রার্থনা সফল বা পরিপূর্ণ হয়। তবে প্রার্থনার পূর্বে দান শীলাদি যে কোন একটি পূন্য কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। আবার পঞ্চবিধ মানব ধর্ম থাকিলেও প্রার্থনা না থাকিলে তথাপি পূন্য কর্মের বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি অনির্দিষ্ট হইয়া যায়। যেমন কোন যষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলে পড়িবার সময় কি অগ্রভাগ, না কি মধ্যভাগ পড়িবে অথবা কি শেষ ভাগ পড়িবে, তাহার কোন নির্দিষ্ট নাই। সেরূপ শ্রদ্ধাদি পঞ্চ মানব ধর্ম ও প্রার্থনা বিদ্যমান থাকিলেও প্রাণীগণ মরনের পর কোথায় যাইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এ বিষয়ে সকলের মনে রাখা কর্তব্য কাম লোকের ভোগ সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়া পূন্য কার্য সম্পাদন নির্বানের পরম সম্পদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্য আস্রব ও তৃষ্ণা ক্ষয়ে নির্বানের প্রার্থনা অবশ্য করিতে হইবে। তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বা পরকালের জীবনের ভালমন্দ জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী গরীব ইত্যাদি নিরূপনের চাবিকাঠি হইল সংকর্ম ও প্রার্থনা। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া আকাঙ্ক্ষানীয় সূত্রে বলিয়াছেন।

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি সর্বজ্ঞাচারী সতীর্থগণের নিকট প্রিয় হইবেন, মনোজ্ঞ ও গুরুস্থানীয় হইবেন, তাহা হইলে তাহাকে শীল সমূহ পরিপূর্ণ করিতে হইবে, শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে। অধ্যাত্ম ভাবে স্বচিন্তের শমথ (শান্তি) সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, নিত্য ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শনসমন্বিত হইতে হইবে, শূন্যাগার বা একাকী বিহার (বাস) বর্দ্ধিত করিতে হইবে। যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শম্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষ্যজ্যোপকরণ লাভে লাভবান হইবেন।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি যাহাদের প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, শম্বাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করেন তাহাদের সেই সমীহ সংকার মহাফলপ্রসূ মহার্থবহু হইবে।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি অরতিসহ ও রতিসহ হইবেন অরতি তাহার উপর আসিতে সমর্থ হইবে না এবং তিনি যেমন অরতি উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অভিজ্ঞত করিয়া বিচরণ করিবেন। যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি ভয়ভৈরবসহ হইবেন, ভয় ভৈরব তাহার আসিতে সমর্থ হইবে না, এবং তিনি ভয় ভৈরব উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অভিজ্ঞত করিয়া বিচরণ করিবেন। যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি শুদ্ধচিত্তায়ত্ত্ব দৃষ্ট ধর্ম সুখবিহার স্বরূপ চারিধ্যান অনায়াসে ও স্বেচ্ছাক্রমে লাভ করিবেন, সকল রূপাতীত অরূপ, নিবাকার শক্তি বিমোক্ষের অবস্থা আছে সে সমস্ত অপরোক্ষানিভূতি লাভ করিয়া বিচরণ করিবেন, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষণ করিয়া তিনি স্রোতাপন্নরূপে অনধোগামী, প্রাপ্তিতে নিশ্চিত ও সম্বোধি পরায়ন হইবেন, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষীণ করিয়া রাগ দ্বেষ মোহের স্বল্পতা সাধন করিয়া সঙ্কদাগামীরূপে একবার মাত্র মর্ত্যে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন। যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি পঞ্চবিধ অবরভাগী (নিম্ন স্বভাবগত) সংযোজন গ্রহীণ করিয়া অযোনিসম্ভূত, মর্ত্যে পুনরাগমনশীল না হইয়া উর্দ্ধদেবলোক হইতে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।

যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি নিজের মধ্যে বহু বিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করিবেন, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবেন। ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব তিরোভাব সাধন করিতে পারিবেন। প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবেন- আকাশে গমনের মত স্থলে উঠানামা করিতে পারিবেন- উদকে ডুবা উঠার মত, উদকে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন- স্থলে গমনের মত আকাশে ও পর্যাব্ধবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া) বিহঙ্গদের মত গমন করিতে পারিবেন। মহাকায় মহাশক্তিমান সম্পন্ন চন্দ্র সূর্য্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবেন। চন্দ্র সূর্য্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবেন। আব্রহ্ম ভুবন স্ববশে আনিতে পারিবেন।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দিব্য পরিশুদ্ধ ও লোকাতীত শ্রোত্র ধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারিবেন, যাহা দিব্য ও যাহা মনুষ্য, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে। যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি স্বচিন্তে অপর ব্যক্তির চিন্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিবেন, চিন্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ বীতমোহ হইলে বীতমোহ,

সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদগত হইলে মহদগত, অমহদগত হইলে অমহদগত স-উত্তর হইলে সউত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়াই জানিতে পারিবেন।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে- তিনি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন। যথা- একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, ছয়জন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, এমন কি শত সহস্রজন্ম, বহু সর্ব্বশু কল্প, বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত বিবর্ত কল্প, অমুক জন্মে আমার এই নাম ছিল, এই ছিল গোত্র, এই ছিল বর্ণ, এই ছিল আকার, এই ছিল সুখ দুঃখ ভোগ, এই ছিল আয়ু পরিমাণ, তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহু বিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি বিশুদ্ধ ও লোকাভীতি দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ দুষ্কর্ন, সুগত-দুর্গত, জীব সমূহকে জানিতে পারিবেন- এই সকল জীব কায় সুচরিত্র, বাক সুচরিত্র, মনসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গত বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সকল জীব কায়সুচরিত্র, বাক সুচরিত্র, মন সুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক নহে, সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি উদ্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাভীতি দিব্য চক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইবেন। তাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত। হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ দুষ্কর্ন, সুগত দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে তিনি আসবক্ষ্যে অনাসব হইয়া দৃষ্ট ধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে বর্তমান জন্মে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন।

তাহা হইলে তাহাকে শীল সমূহ পূর্ণ করিতে হইবে অধ্যাত্মভাবে চিত্তের শমথ বা শান্তি সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে; নিজ ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শনসমন্বিত হইতে হইবে, শূন্যাগার বা একাকী বিহার বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধাবান দায়কদায়িকা বিধি মোতাবেক পঞ্চবিধ অঙ্গ সহ দান শীল ভাবনা পুণ্য জনিত প্রার্থনা সফল হয়। আর ভিক্ষুদের আকাঙ্ক্ষানীয় সুত্রের মত আদর্শে আদর্শিত হইলে, যাহা ইচ্ছা সব পরিপূর্ণ হয়।

সকল প্রাণী সুখী হউক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক।

সং পুরুষের সান্নিধ্যে

শ্রীমৎ ইন্দ্রশঙ্ক ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

জীবন একটা রণক্ষেত্র। সেখানে অজস্র বিপদের হাতছানি, ভাল-মন্দ, কুশল-অকুশল, কল্যাণ-অকল্যাণের দন্দু চলছে বিরামহীন ভাবে; বার বার ইঙ্গিত আসে ভুল পথের নিশানায়। তাই জীবন চলার পথে উত্তম-হীন, পণ্ডিত-মূর্খ, সুশীল-দুঃশীল, ধার্মিক-পাপী, কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তবে এসব লোকের সাথে পরিচয় মিললেও উন্নতমনা জ্ঞানী ব্যক্তি বেছে নেওয়াই সমীচীন। বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন-

ন ভজে পাপকে মিত্রে ন ভজে পুরিসাধমে,

ভজেথ মিত্রে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।

৬।।৭৮

-পাপী মিত্র ও নীচ (মূর্খ) ব্যক্তির সংসর্গ না করা। কল্যাণ মিত্র ও সাধু বা সং পুরুষের সংসর্গে থাকা।

জগতে যত প্রকার পাপকর্ম আছে; তৎসমস্ত কর্ম পাপী বা হীন মূর্খ ব্যক্তিরাই সম্পাদন করে থাকে। তাদের করণীয়-অকরণীয়, কথনীয়-অকথনীয় বলে কিছুই নেই। শূকর যেমন পৃথিময় স্থানে বিচরণ ও মল ভক্ষণে কোনরূপ ঘৃণাবোধ করেনা বা লজ্জিত হয় না। তদ্রূপ পাপী (মূর্খ) ও পাপ কর্ম সম্পাদনে সর্বদা লজ্জাহীন ভয়হীন। তাই পাপী ও মূর্খ ব্যক্তির সংসর্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এরা পৃথিমৎস্য সদৃশ। কোন পত্রতৃণ দ্বারা পৃথিমৎস্য আবৃত করলে যেমন উহা পৃথিগন্ধময় হয়, সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে তেমন পাপী ও মূর্খ ব্যক্তির সংসর্গে সং পুরুষেরাও নিন্দাভাজন হয়। আবার, পাপী বা নীচ ব্যক্তি শুধু যে নিজেই নীচে থাকতে চায় তা নয়, সে অপরকেও টেনে নীচে নামায়। অঙ্গার জলন্ত অবস্থায় হাত পোড়ায় আর ঠান্ডা অবস্থায় হাত ময়লা করে তেমনি পাপী (মূর্খ) ব্যক্তির শত্রুতা মিত্রতা উভয়ই ক্ষতিকারক। কাজেই মূর্খ ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে সব সময় বহদূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সাধু বা সংপুরুষ কারা? কিভাবে তাদেরকে চেনা যায়? মধ্যম নিকায়ের সংপুরুষ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন- যে ভিক্ষু স্বীয় উচ্চ কৌলিন্যের জন্য, উদার ভোগবান কুল হতে প্রব্রজিত হবার জন্য, জ্ঞাত ও যশস্বী হবার হেতু, চীবর-পিণ্ডপাত-রোগের প্রতিকার ভৈষজ্য লাভী হেতু, স্বীয় বহুশ্রুত পাণ্ডিত্য হেতু বিনয়ধর হবার দরুণ, ধর্ম কথিক হবার দরুণ, স্বীয় অরণ্য বিহারবাসী হেতু, পাণ্ডুকুল ধুতাক্ষধারী হেতু, পিণ্ডচারী ধুতাক্ষধারী হেতু, বৃক্ষতলবাসী ধুতাক্ষধারী হেতু, শাশানবাসী ধুতাক্ষধারী হেতু, উনুস্ত আকাশতলবাসী হেতু, তপশ্চর্য্যায় উপবেশনকারী হেতু, যথালব্ধ আসন গ্রহণকারী

হেতু, একাসনিক-একাকী বসবাসকারী হেতু, সর্ব কাম্যবস্তু হতে বিবিক্ত হয়ে
 সবিতর্ক-সবিচার-প্রীতি সুখমন্ডিত প্রথম ধ্যানে উপনীত হয়ে বিহার হেতু, বিতর্ক-বিচার
 উপশমে অধ্যাত্মে সম্প্রসাদী, চিন্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক-অবিচার-
 সমাধিজ-প্রীতি সুখ মন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান চতুর্থ
 ধ্যানে উপনীত হয়ে বিহার হেতু, রূপ সংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতীঘ সংজ্ঞা
 অন্তর্মিত করে নানাভূ-সংজ্ঞা মনন না করে 'আকাশ অনন্ত' ভাবোদয়ে
 আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক প্রথম অরূপ ধ্যানে উপনীত হয়ে বিহার হেতু, আকাশ-
 অনন্ত-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে বিহার হেতু ও সর্বাংশে
 বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক ধ্যানস্তর (সমাপত্তি) অতিক্রম করে 'কিছুই নাই'
 ভাবোদয়ে অকিঞ্চন আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান স্তরে উপনীত হয়ে বিহার হেতু,
 এবং অকিঞ্চন আয়তন নামক সমাপত্তি অতিক্রম করে নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা নামক
 চতুর্থ অরূপ ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে বিহার হেতু আত্মপ্রশংসা করেনা ও অপরকে অবজ্ঞা
 (তুচ্ছ) ঘৃণা করেনা তিনি সৎপুরুষ। সৎপুরুষ একরূপ প্রত্যবেক্ষন করেন- উচ্চ কুলীন
 তথা উপরোক্ত গুনসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হলেও লোভ-দ্বेष-মোহধর্ম বিনষ্ট হয় না। সে
 গুনসমূহ বিদ্যমান না থেকেও যদি কেহ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সম্যক প্রতিপন্ন ও
 অনুধর্মচারী হন তিনি সর্বত্র পূজ্য ও প্রশংসনীয় হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ ভিক্ষু সর্বাংশে নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা নামক
 সমাপত্তি অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ নামক পঞ্চম অরূপ ধ্যানস্তরে উপনীত
 হয়ে বিহার করেন এবং প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে আসবগুলি বিনষ্ট করেন।

ধর্ম-সেনাপতি সারিপুত্র ধেরো বলেছেন- সৎপুরুষের পরিচয় জ্ঞানতে হলে
 দেখতে হবে, তার নিকট কাম-ইচ্ছা, হিংসা, আলস্য, উদ্ব্রতা, সংশয় এ'কালিমা সমূহ
 আছে কিনা। মাটি, জল এবং অগ্নির উপর সুগন্ধ দুর্গন্ধ, সুস্বাদ-বিস্বাদযুক্ত যে কোন
 দ্রব্য ফেলে দিয়ে তদ্বারা তারা যেমন আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই অনুভব করে না, তেমনি
 সংকার-অসংকার এ'উভয় অবস্থায় যারা অবিচলিত তারাই সৎ। এবং যারা ধ্যানী,
 সত্যদশী, সূক্ষ্মদশী ও তৃষ্ণাধ্বংস সাধনে উৎসুক বা ধ্বংস করেছেন তারাই সৎপুরুষ
 নামে অভিহিত হন।

জল সেচনকারী জলকে ইচ্ছানুরূপে চালিত করে, শরনির্মাতা তীরের ফলাকে
 সোজাভাবে নমিত করে, সূতার কাষ্ঠকে সোজা বাঁকা করে নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত
 করে তদ্রূপ সৎপুরুষও নিজেকে সংযত করে বিবিধ সংকর্মে অনুষ্ঠান করেন। গভীর
 হ্রদ যেমন সর্বদা স্বচ্ছ ও অনাবিল সেরূপ সৎপুরুষ সর্বাবস্থাতে চিন্তে শান্ত, পবিত্রভাবে
 আনয়ন করে নিশ্চল থাকেন। তারা সুসংবদ্ধ শৈলের মত কাহারো নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা
 বিচলিত না হয়ে কায়-মন-বাক্যে সংযত হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করতঃ ভোগাসক্তি
 পরিত্যাগ করেন। এবং চিন্তকে সংযত করে ধ্যানাসনে উপবেশন পূর্বক সর্বপ্রকার

তৃষ্ণাক্ষয় করে নির্বান সুখ উপলব্ধি করেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সংপুরুষেরা সব সময় বিমুক্তি লাভের জন্য বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত থাকে।

এবস্থিধ সংপুরুষ পরম কল্যাণমিত্র ও পরম পণ্ডিত সুজন। তাদের সান্নিধ্যে বা সংসর্গে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কোন প্রকার আশংকা নেই, কখনো উন্নতি শ্রীবৃদ্ধির পরিহানি হয় না। সং পুরুষ সংসর্গ সর্বদা মঙ্গলজনক এবং কল্যাণকর। তাই সংপুরুষের সংস্রব ও তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন অতি উত্তম। এতে জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়, কুশলের বৃদ্ধি ও অকুশলের হ্রাস পায়, পাপের প্রতি লজ্জা-ভয়-ঘৃণা জন্মে। মানসিক গতি ও জীবন যাত্রা-প্রণালী সরল, উদার, মহান, শান্ত, ভদ্র এবং বিশেষ গুণ সৌরভে সুৰ্ভিত হয়। বুদ্ধ বলেছেন “হে ভিক্ষুগণ! সংপুরুষ সান্নিধ্যের মত এমন মহৎ অর্থ, মহৎ হিত ও মহৎ সুখবর্ধক আমি অন্য একটি ধর্ম (উপায়) ও দেখছি না। মানুষের অধোমুখী জীবনকে উর্ধ্বমুখী করতে সংপুরুষ সান্নিধ্য অদ্বিতীয় উপায়”। উষাসমাগমে তমরাশির বিনাশ ও বিমল আলোকে প্রাদুর্ভাবের ন্যায় সংপুরুষ সেবীর ভ্রান্তধারণা, অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে অর্ন্তজগত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

গোলাপ, টগর, চাঁপা, প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পকে কাপড় অথবা কোন বেটনী দ্বারা বন্ধন করলে তা যেমন সুগন্ধি সুবভিময় হয়, তেমনি সংপুরুষের সংসর্গে, সেবা-পূজায়, মেলা-মেশায়, আলাপ-আলোচনায় আপন জীবনকে সংগুণাবলীতে অভিমন্ডিত করে তোলা যায়। এবং তার গুণমহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে- ‘অমুক ব্যক্তি সংপুরুষের সান্নিধ্যে বা পরামর্শে জীবন চালনা করে’। এক্রপ ব্যক্তির আচরণ বড়ই সুন্দর, তার কথা বড়ই মধুর হয়। পরশমনির সম্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়।

অতএব সংপুরুষেরাই সংপথ নির্দেশক। তারা সর্বদা হিতমূলক উপদেশ দানে জ্ঞান দান দেন এবং ত্রুটি-বিচ্ছাতি বা অমূলক কোন আচরণ দেখলে তা সংশোধন করে দেন। তারা প্রত্যক্ষে উপদেশ প্রদান করেন আর পরোক্ষে অনুশাসন করে থাকেন। এক্রপ সত্যনিষ্ঠ, আত্ম-পরহিতকামী ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গ করার কোন বিকল্প নেই। তাদের কল্যাণকর উপদেশে, কল্যাণকর নীতিতে, কল্যাণকর আদর্শে, কল্যাণকর কার্য সম্পাদনে অন্য সত্ত্বগণের সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়, সদ্ধর্মের জ্ঞান চক্ষু উদয় হয়, দুর্লভ মানব জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদিত হয়। তাদের সান্নিধ্যে মুক্তির পথ সুগম হয়, আপন জীবন ধন্য হয় তথা ধন্য করার নব প্রেরণা জন্মে হৃদয়ে। তারাই মানব জীবনকে সংগুণাবলীতে অভিমন্ডিত করে তোলার অনুপ্রেরণার উৎস। তাই সংপুরুষগণ শুধু নিজেরাই সংপথের যাত্রী নন। তারা হলেন Light of the world. তারা অন্য সকলকে ও আলো দেখান। তাদের সান্নিধ্যে মানুষ প্রকৃত কল্যাণ, সুখ, শান্তি, স্বস্তি পথের সন্ধান পায় আর সে পথ ধরে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।।

কেন রবে মিছে মায়ায়?

শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাজ্যমাটি।

দুর্গত মানব জনম লভি,

ধনজন, পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র পরিজনে

থেকো নাকো মোহে ডুবি।

পাবে নাকো পুনঃ তাহা

কেন রবে মিছে মায়ায়?

সময় চলিয়া যায়

শিশু কিশোর, যুবক বলিয়া

কুশল পুণ্যে কর নাকো হেলা

ভয়ানক মৃত্যুরাজ অদূরে বসিয়া।

পরমায়ু ক্ষয় হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

স্মৃতি রাখ সকল কাজে

অনুস্মরি পণ্ডিত সুজনে।

অবিদ্যা তৃষ্ণা বিনাশে কর্ম কর ক্ষয়

কর্ম ক্ষয়ে জনম ক্ষয় সত্য যে একথা

জনম ক্ষয়ে জরা-মৃত্যু সর্ব দুঃখ লয়।

দুঃখ্যাধিক্য আর স্বপ্ন সুখে,

ভয়ানক মৃত্যুরাজ কখন যে আসে

দৃশ্যমান ধূলার ন্যায় এ ধরনীতে।

বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়

মানুষের ক্ষনিক সুখানুভূতি

দুঃখের সমুদ্রে পীড়িত বেদনায়।

দুঃখময় নিরবচ্ছিন্ন জগতে

নিরন্তর আছড়ে পড়ে

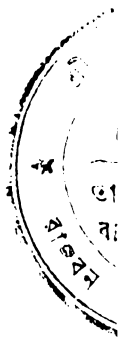
সমুদ্রের তরঙ্গ জীবন বেলাভূমিতে ।
 তাই সিদ্ধার্থ গৌতম,
 সিংহাসন, স্ত্রীপুত্র, রাজ্য-ধন ত্যজি
 চিরস্থায়ী সুখের সন্ধানে ।
 করেছিলেন সাধনা নৈরঞ্জন নদীতীরে
 গয়াধামে বৌধিদ্ৰুম মূলে ।
 অভিজ্ঞা বলে দেখিলেন তিনি-
 জন্মিলে বাধক্য ব্যাধি,
 মৃত্যু, শোক, পরিবেদন, দৌর্মনস্য, উপায়াস,
 অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগাদি ।
 পঞ্চ উপাদান স্বন্ধে
 জন্ম-জরা-ব্যাধি, মরণাদি
 দুঃখাদি বীজ সম্বিত থাকে ।
 দুঃখের কারণ তৃষ্ণা,
 রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ আর গন্ধে
 আকৃষ্ট হয়ে ভাবী জন্ম নাহি থাকে জানা ।
 চক্ষু প্রসাদ রূপাবলম্বন, চক্ষু বিজ্ঞান
 উপাদান কর্মভব তৃষ্ণার কারণে,
 তৃষ্ণা নিঃশেষে দুঃখ নিরোধে ।
 দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায়
 দুঃখ নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়
 আদর্শ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় ।
 কেন রবে মিছে মায়ায়?
 এসো সবে বুদ্ধের সত্য পথ অনুসরি
 লভিতে চিরসুখ, চিরশান্তি অজর অমরতা
 থেকো নাকো মায়ামোহ প্রলোভনে
 থেকো নাকো মিছে মায়ায় ।

পূর্ণিমা উৎসব

শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্রু

রাজ বনবিহার, রাঙ্গামাটি।

পূর্ণিমা দিবসে টুক টুকে যখন উঠে রবি,
পূণ্যার্থীর সমারোহে জেগে উঠে অপরূপ এক ছবি।
দলে দলে বিহার প্রাঙ্গনে ভীড় জমায় করতে থাকে দান,
খুশী মনে ধরতে থাকে মধুর সুরে গান।
পূর্ণিমায় সমীরনে এক পড়ন্ত বিকেলে,
মধুর কণ্ঠ সুর এনে দেয় কানের দুয়ারে।
সমারোহে মিলে মিশে নাই কোন আত্মাভিমান,
মৈত্রী মনে থাকে সবাই কি! যে এক মহান।
ফর্সা আকাশ, থাকেনা বৃষ্টি ঝরার টান।
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উঠে উল্লাসে ধরে গান।
চারিদিকে বাগান জুড়ে শিউলী ফুলের মেলা,
ঝল্ মলে আলো দেখাই সূর্য অস্তের বেলা।
সবুজ মাঠের ঘাসে হাওয়ায় লাগে দোলা,
বনভণ্ডের মধুর কণ্ঠ যায়না কভু ভোলা।
হাসি খুশীতে জোয়ার নিয়ে এল সেই পূর্ণিমা,
আজি মহানন্দ উৎসবে নাই কোন সীমানা।
বহু দিনের পর দিন সাধনা করে,
পূর্ণিমা উৎসবে মেতে উঠে প্রতি ঘরে ঘরে।
মঠের চারিদিকে দেয় ডাক মধুর মিলনে,
মৈত্রী করুনা বিলিয়ে দেয় প্রেমের বন্ধনে।



নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সন্ম্য সম্বুদ্ধস্মৈ (৩ বার)
পরম পূজনীয় শ্রাবক বুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভণ্ডে
মহোদয় সমীপে-

: বিশেষ প্রার্থনা :

পরম পূজ্য ভদ্র!

১৪০৪ বাংলা নব বর্ষের শুভ সূচনার এ দিনে আমরা সর্ব প্রথমে আপনার শ্রীপদে শ্রদ্ধাবনত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। এ বন্দনার তেজে চিত্ত পাপ হতে মুক্ত হোক।

হে শ্রেষ্ঠ মার্গ আহরণকারী!

নব বর্ষের শুভক্ষেণে আমরা অবনত মস্তকে আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, আপনার মহান অনুকম্পায় আমাদের জাতীয় জীবনে, তথা বিশ্ববাসীর জন্যে নববর্ষ নিয়ে আসুক অনাবিল সুখ-সমৃদ্ধি ও শুভ মঙ্গল। আজ হতে আমাদের ও বিশ্ববাসীর রাজ্যভয়, দন্ড-অস্ত্রভয়, অমনুষ্যভয়, রোগভয়, খাদ্যাভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে লৌকিক সম্পদের যাবতীয় অধিকার, ক্ষমতা- মালিকানা গৌরব-সম্মান-মর্যাদার শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ও আপনার শ্রীমুখ হতে তা নিসৃত-

“অতীতের যা’ কিছু ফেলে দাও অতীতে

কদাপি দিওনা তারে পুনরাবির্ভাব হতে।”

এ মুক্তিবাগী আনির্বান কাল আমাদের স্মৃতিতে চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকুক। যাতে আমরা আপনার মহান ছায়ায় অচিরেই ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা ও নির্বাণ লাভে সক্ষম হই।

হে মহান কারুনিক!

আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক আমাদের প্রার্থনা অনুমোদন করুন।

সম্মে সত্ত্বা সুখীতা হোতু।

ইতি-

রাজবন বিহার, রাজ্যমাটি।

১লা বৈশাখ ১৪০৪ বাংলা, সোমবার।

শ্রদ্ধাবনত, নব বর্ষ দিনে

অনুষ্ঠানে সমবেত উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ।

বি. দ্র. ৪- ১৪০৪ বাংলা নব বর্ষ (১লা বৈশাখ) উপলক্ষে রাজবন বিহারে সমবেত উপাসক উপাসিকাবৃন্দ কর্তৃক নিবেদিত বিশেষ প্রার্থনা।